আদাবু তালিবুল ইলম ১৪তম দারস

আজ প্রয়োজন আরো যোগ্যতার আরো সাধনার

দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামা-এর ছাত্রদের সাংস্কৃতিক সংগঠন **جمعية الإصلاح** এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত হযরত মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নাদাবী (রহঃ)- এর ভাষণ, যার সারমর্ম এই যে, আজকের পরিবর্তিত সময়ে সমাজকে সঠিক নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনা দিতে হলে তালিবানে ইলমকে আগের চেয়ে অনেক বেশী প্রাজ্ঞতা অর্জন করতে হবে এবং বহুমুখী যোগ্যতার পরিচয় দিতে হবে।

নাহমাদুহূ ওয়া নুছাল্লী আলা রাসূলিহিল কারীম, আম্মা বাদ-

আমার প্রিয় তালিবানে ইলম!

দারুল উলূমের একটি বড় উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, এখানকার শিক্ষা-জীবন শেষ করে বের হওয়া তালিবে ইলম বাইরের দুনিয়ায় যেন অপরিচিত ও অপাংক্তেয় না হয়। তাকে যেন সময় ও সমাজের সাথে খাপ না খাওয়া' ভিন্ন যুগের, ভিন্ন জগতের মানুষ ভাবা না হয়।

এমন যেন না হয় যে, দারুল উলূমের ইলমী পরিবেশে কয়েক বছর জীবন ও জগত থেকে বিচ্ছিন্ন এবং সময় ও সমাজ থেকে বেখবর থেকে হঠাৎ কর্মের ময়দানে হাজির হলো, আর দিশেহারা অবস্থায় পড়ে গেলো, বরং এমন যেন হয় যে, এখানে থাকা অবস্থায়ও নিয়মিতভাবে (এবং নিয়ন্ত্রিতভাবে) বাইরের আলো-বাতাস সে গ্রহণ করতে পারে এবং উন্মুক্ত বাতায়ন পথে ভিতর থেকে বাইরের জগত অবলোকন ও পর্যবেক্ষণ করতে পারে।

যামানা এখন বদলে গেছে

দারুল উলূমের যখন প্রতিষ্ঠা, তখন আমাদের দ্বীনী মাদারেসে পঠন-পাঠনের একটি বিশেষ ভাষা ও পরিভাষা প্রচলিত ছিলো এবং চিন্তা-ভাবনা প্রকাশের জন্যও ছিলো আলাদা রীতি ও শৈলী। এটা ছিলো আমাদের প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল। তার ভাষা ও বাক-ধারা এবং চিন্তা-ভাবনা প্রকাশের রীতি ও পদ্ধতি, সবকিছু সে যুগের প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত ছিলো। তখন মাদরাসায় পত্র-পত্রিকার তেমন প্রচলন ছিলো না, বরং দোষণীয় বিষয় ছিলো। সেই সময়ে সেই পরিবেশে দারুল উলূমের ছাত্রদের এমন একটি সংগঠনের ভিত্তি স্থাপন করা যার আলাদা পাঠাগার থাকবে, পত্র-পত্রিকার বিভাগ থাকবে, সাপ্তাহিক বক্তৃতা ও রচনা প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান থাকবে এবং এর যাবতীয় আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা,

এমনকি সংগঠনের পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব ছাত্রদের হাতে থাকবে— এটা ছিলো অত্যন্ত বাস্তববাদী চিন্তা এবং সময়ের সাহসী পদক্ষেপ।

এখন তো এই 'সাংস্কৃতিক চিন্তা' আমাদের মাদরাসা জীবনে এমনভাবে মিশে গেছে যে তাতে 'অভিনবত্ব' কিছু নেই। কিন্তু আজ থেকে সত্তর বছর আগে আঠারো শতকের একেবারে শেষ দিকে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত দারুল উলূমের বিচক্ষণ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের 'জমইয়্যাতুল ইছলাহ' প্রতিষ্ঠার এই সাহসী পদক্ষেপ আহলে মাদারেসের জন্য ছিলো চমকে ওঠার মত ঘটনা। সে যুগ যারা দেখেছেন এবং ইলমী মহলের মন-মানস ও চিন্তা-চেতনার সাথে যাদের পরিচয় ছিলো তারাই শুধু আমার কথার গুরুত্ব ও গভীরতা অনুধাবন করতে পারবেন।

সে যুগের সে পরিবেশের বিচারে এটা ছিলো অত্যন্ত কল্যাণপ্রসূ একটি পদক্ষেপ। এবং কোন সন্দেহ নেই যে, আল-ইছলাহ যুগ ও সময়ের জন্য তখন দিশারীর ভূমিকা পালন করেছে, এখনো করে চলেছে। এখানে যারা শিক্ষা লাভ করেছেন, অনুশীলন করেছেন এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন সমাজের কর্মক্ষেত্রে নেমে তারা তা বেশ কাজে লাগিয়েছেন। এখানে তাদের যোগ্যতা ও প্রতিভার এমন পরিচর্যা হয়েছে যে, পরবর্তীতে সময় ও সমাজের সামনে দাঁড়াতে তাদের কোন রকম দ্বিধা-সংকোচের সম্মুখীন হতে হয় নি। সুতরাং আল-ইছলাহ যারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, দারুল উলূমের সেই সুসন্তানদের কীর্তি ও অবদানের যত উচ্চ প্রশংসাই করা হোক এবং তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে যত কৃতজ্ঞতাই নিবেদন করা হোক, তা সামান্য।

***

কিন্তু আমার প্রিয় বন্ধুগণ!

যে কোন কাজের এবং যে কোন পদক্ষেপের মূল্যায়ন হয় সমকালের চাহিদা ও প্রয়োজনের মানদণ্ডে। আল-ইছলাহ-এর প্রতিষ্ঠা যে সময়ের ঘটনা তখনকার জন্য সেটা ছিলো আলিম সমাজের প্রাগ্রসর চিন্তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এবং নিঃসন্দেহে দারুল উলূম ছিলো এই চিন্তার দিশারী ও পথিকৃত। কিন্তু সামনে এগিয়ে চলাই হলো সময়ের ধর্ম। সময় সদা গতিশীল, মুহূর্তের জন্য তার যাত্রা বিরতি নেই। তাই সময়ের ব্যবধানে চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তন হয় এবং চাহিদা ও প্রয়োজনের রূপবদল হয়। সামনে আসে নতুন নতুন সমস্যা ও জিজ্ঞাসা। তৈরী হয় কর্ম ও পরীক্ষার নতুন নতুন ক্ষেত্র এবং উলামায়ে উম্মতকে দাঁড়াতে হয় অন্য রকম কিছু চ্যালেঞ্জের সামনে, যার সফল মোকাবেলার উপর নির্ভর করে ইলম ও আহলে ইলমের অস্তিত্ব। এখন তো সাধারণ মাদরাসায়ও লেখালেখির চর্চা এবং বক্তৃতা-বিতর্কের অনুশীলন হয়, দেয়ালিকা, এমনকি নিয়মিত পত্র-পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। কিন্তু বন্ধুরা! সময় এখন অনেক এগিয়ে গেছে। পরিবেশ-পরিস্থিতি আমূল পাল্টে গেছে। এখন শুধু পত্র-পত্রিকার পাতায় বিচরণ, বক্তৃতা-বিতর্কে অংশগ্রহণ এবং মুখে বা কলমে চিন্তার সুবিন্যস্ত ও পরিমার্জিত উপস্থাপন যোগ্যতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়। এগুলো এখন বৈশিষ্ট্যের বিষয় নয়, বরং বিগত যুগের স্মৃতিচিহ্নমাত্র, যা শুধু এজন্য বহাল রাখা হয়েছে যে, হয়ত তা চিন্তার প্রসার এবং যুগের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। নচেৎ বাস্তবতা এই যে, পরিবর্তিত সময়ের বিচারে এসবে

কোন চমক বা ঝলক নেই, কীর্তি বা কৃতিত্ব নেই। সময় এখন আরো কিছু চায়, সমাজ এখন অন্য কিছু চায়।

সাধারণ যোগ্যতা যথেষ্ট নয়

একটা যুগ ছিলো যখন চলমান রীতি ও শৈলী অনুসরণ করে একটা কিতাব লিখে ফেলাই ছিলো বড় কামাল। কেননা আলিম সমাজের অবস্থা ছিলো এই যে, মনের চিন্তার গোছালো প্রকাশ ও বিন্যস্ত উপস্থাপনের সামর্থ্যও তাদের ছিলো না। পিছনের অচল ভাষা ও পরিভাষাই ছিলো তাদের চিন্তার বাহন। তাই তখন একজন নাদাবী আলিমের এ অবদানই যথেষ্ট ছিলো যে, তিনি ইসলামী ইতিহাসের কোন বিষয়ে কলম ধরলেন এবং প্রাচীন উৎসগ্রন্থের তথ্য-উপাত্ত নতুন বিন্যাসে ও নব আঙ্গিকে উপস্থাপন করলেন। কিংবা মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন উজ্জ্বল দিক, মুসলিম জ্ঞানী-বিজ্ঞানীদের বহুমুখী অবদান এবং মুসলিম শাসক ও তাদের শাসনকালের সোনালী অধ্যায় সম্পর্কে সাধারণ মানের একটা গবেষণাপত্র পেশ করলেন যাতে চিন্তা-গবেষণার ছাপ না থাকলেও
বিন্যাসসৌন্দর্য ও তথ্য প্রাচুর্য রয়েছে, যাতে আধুনিক পাঠকের 'রুচি-বিস্বাদ' এবং অপরিচয়ের অবসাদ দূর হয়ে যায়। সে যুগে যে কোন প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গর্ব ও গৌরবের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট ছিলো।

কিন্তু আমার প্রিয় বন্ধুগণ! এত দিনে সময় ও সমাজ এবং পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনেক বদলে গেছে। এখন যদি আমাদের **جمعية الإصلاح** এর উদ্দেশ্য হয় শুধু মাঝারি মানের কিছু লেখক-গবেষক 'উৎপাদন', যারা সময়ের পরিবর্তন ও প্রবণতা অনুসরণ করে এবং সমকালীন বুদ্ধিজীবীদের কলমের লেখা ও চিন্তার রেখা অনুধাবন করে তার মোকাবেলায় কিছু বলতে বা লিখতে পারে, তাহলে আমার কাছে শুনুন, চলমান সময়ের জন্য তা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। সময়ের দাবী ও চাহিদা এখন অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত।

সময়ের দাবী ও চাহিদা সর্বদা একই মানে ও পরিমাণে স্থির থাকে না, বরং পরিবেশ-পরিস্থিতি, মানুষের যোগ্যতা ও সামর্থ্য এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের বিচারে চাহিদার মান ও পরিমাণ নির্ধারিত হয়ে থাকে এবং সে অনুযায়ী উলামায়ে উম্মতের কাছে পথের দিশা ও দিকনির্দেশনা দাবী করে থাকে। সময় এখন কোন দ্বীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে শুধু এ জন্য ছাড়পত্র দিতে প্রস্তুত নয় যে, এখানে উর্দু ভাষার কিছু ভালো লেখক বা বক্তা তৈরী হচ্ছে এবং মাঝারি মানের সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ ও আলিম তৈরী হচ্ছে।

প্রয়োজন আরো বেশী যোগ্যতার ও প্রস্তুতির

শোনো ভাই! মুসলিম সমাজের চিন্তা-জগতে আজ এক ব্যাপক নৈরাজ্য ও নৈরাশ্য ছড়িয়ে পড়ছে। এই উম্মাহ এবং এই দ্বীনের মাঝে যে চিরন্তন যোগ্যতা গচ্ছিত রাখা হয়েছে সেই যোগ্যতা ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা সম্পর্কে যুবসমাজ এবং আধুনিক শিক্ষিত মহলে ভয়ানক অনাস্থা অনিশ্চয়তা দানা বেঁধে উঠছে, সর্বোপরি দ্বীনের ধারক-বাহক আলিমদের নতুন প্রজন্মে মারাত্মক হতাশা ও হীনমন্যতা শিকড় গেড়ে বসছে। এগুলো দূর করে যুগ ও সমাজের লাগাম টেনে ধরার জন্য এবং দ্বীন ও শরীয়তকে নয়া যামানার

নয়া তুফান থেকে রক্ষা করার জন্য এখন অনেক বেশী প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজন। অনেক বড় ইলমী জিহাদ ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিজয় অর্জনের প্রয়োজন। এখন প্রয়োজন আরো বেশী আত্মনিবেদনের, আত্মবিসর্জনের এবং আরো ঊর্ধ্বাকাশে উড্ডয়নের।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমাদের পূর্বসূরীগণ অনেক কালজয়ী কীর্তি ও অবদান রেখে গেছেন, বিশেষত আমাদের নাদওয়াতুল উলামার প্রথম কাতারের লেখক-গবেষক ও চিন্তাবিদগণ তাদের সময় ও সমাজকে অনেক কিছু দিয়েছেন এবং নতুন প্রজন্মকে ইসলাম ও ইসলামী উম্মাহর ভবিষ্যত সম্ভাবনা সম্পর্কে যথেষ্ট আশ্বস্ত করতে পেরেছেন। যে সব সমস্যা ও জিজ্ঞাসা তখন 'জ্বলন্ত' ছিলো সেগুলোর উপর চিন্তা-গবেষণার যে ফসল এবং যে বুদ্ধিবৃত্তিক অবদান তারা রেখে গেছেন তা সে যুগের জন্য খুবই কার্যকর ও যুগান্তকর ছিলো, কিন্তু সেগুলোর চর্বিত চর্বণ এখন বিশেষ কোন কৃতিত্ব বলে গণ্য হবে না এবং তাতে যুগ ও সমাজের হতাশা দূর হবে না।

অধ্যয়নের ক্ষেত্র-বিস্তৃতি

জ্ঞান ও গবেষণার ক্ষেত্র এখন অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। ইলমের যে প্রাচীন ভাণ্ডার ও গুপ্ত সম্পদ পূর্ববর্তী আলিমদের কল্পনায়ও ছিলো না, আধুনিক প্রকাশনা বিপ্লবের কল্যাণে এবং বৃহৎ প্রকাশনা সংস্থাগুলোর নিরলস প্রচেষ্টায় তা এখন দিনের আলোতে চলে এসেছে। আগে যে সব কিতাবের শুধু নাম শুনেছি এখন তা গ্রন্থাগারের তাকে তাকে শোভা পায়। তাছাড়া চিন্তার পথ ও পন্থা এবং অস্থির চিত্তকে আশ্বস্ত করার উপায়-উপকরণে এত পরিবর্তন ঘটেছে যে, পুরোনো ধারার অনুকরণ এখন কিছুতেই সম্ভব নয়। সে যুগের বহু আলোচনা এখন তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে। একটা সময় ছিলো যখন আল্লামা শিবলীর 'আল-জিযয়া ফিল ইসলাম' কে মনে করা হতো মহাআলোড়ন সৃষ্টিকারী কিতাব। "এক নজরে আওরঙ্গজেব' তো ছিলো রীতিমত বুদ্ধিবৃত্তিক বিজয়। একইভাবে আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার ছিলো ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে দাঁতভাঙ্গা জবাব। কিন্তু এখন তা এতই গুরুত্বহীন যে, এ সম্পর্কে বলার বা লেখার নতুন কিছু নেই এবং যুগ ও সমাজের তাতে তেমন আগ্রহ নেই। এ যুগে কোন কীর্তি ও কর্ম রেখে যেতে হলে এবং প্রতিভা ও যোগ্যতার স্বীকৃতি পেতে হলে আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত জ্ঞান-গবেষণা ও ইলমী সাধনার প্রয়োজন। কেননা সময়ের কাফেলা অনেক পথ পাড়ি দিয়ে চলে গেছে অনেক সামনে।

সময় সহজে স্বীকৃতি দেয় না

পূর্ববর্তীদের রেখে যাওয়া জ্ঞানসম্পদ অবশ্যই শ্রদ্ধার সাথে স্মরণযোগ্য। এর সাথে জড়িয়ে আছে মূল্যবান স্মৃতি এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য। এগুলো এখন আমাদের অস্তিত্বেরই অংশ। কিন্তু সময় বড় নির্দয়। যামানা বড় বে-রহম। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যত বিশাল হোক, প্রতিভার প্রভা যত সমুজ্জ্বল হোক এবং জামাত ও সম্প্রদায় যত ঐতিহ্যবাহী হোক সময় কারো সামনেই মাথা নোয়াতে রাজী নয়। যুগের স্বভাবধর্ম এই যে, যোগ্যতার দাবীতে স্বীকৃতি আদায় না করলে আগে বেড়ে সে কাউকে স্বীকার করে না। কোন কিছুর ধারাবাহিকতা বা প্রাচীনতা সময়ের শ্রদ্ধা লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। সময় এমনই বাস্তববাদী, এমনই শীতল ও নিরপেক্ষ যে, তার হাতে নতুন কিছু তুলে না দিলে এবং তার ঘাড়ে ভারী কোন বোঝা চাপিয়ে না দিলে সে মাথা নোয়াতে চায় না। সময়ের স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধাঞ্জলি লাভ করা এত সহজ নয় এবং শুধু ঐতিহ্যের দোহাই যথেষ্ট নয়। সুতরাং সময়ের স্বীকৃতি পেতে হলে, ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তার করতে হলে এবং

আত্মগর্বী সমাজের মন-মগজে যথাযোগ্য স্থান পেতে হলে প্রতিভা ও যোগ্যতার আরো বড় প্রমাণ দিতে হবে এবং ব্যক্তিত্বের উচ্চতা আরো বাড়াতে হবে, যে উচ্চতা ছাড়িয়ে যাবে হিমালয়ের শৃঙ্গকে।

***

আরেকটা কথা আপনাকে মনে রাখতে হবে সমান গুরুত্বের সাথে। তা এই যে, জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তি এখন যদিও উৎকর্ষের চরমে পৌঁছে গেছে এবং চিন্তা-গবেষণার বহু নতুন ক্ষেত্র তৈরী হয়ে গেছে, সর্বোপরি তার গুরুত্ব ও ব্যাপকতা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে মানবজাতির জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনে বেশ কিছু সমস্যা ও জটিলতারও সৃষ্টি হয়েছে। সময় এখন এমন নতুন মোড় পরিবর্তন করেছে এবং এমন সব উলট-পালট ও বিপ্লব দেখা দিয়েছে যে, শুধু জ্ঞানের ব্যাপ্তি, চিন্তার উচ্চতা, মতবাদের অভিনবত্ব এবং লেখার যাদু এখন সময়ের 'আশীর্বাদ' ও যামানার নেকনযর লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। সেই সঙ্গে এখন প্রয়োজন উন্নত চরিত্রের, দরদী হৃদয়ের এবং অশ্রু ভেজা চোখের।

হয়ত আমার কথা আপনাদের কাছে মনে হবে অবাস্তব। হয়ত বলা হবে যে, আমার বক্তব্যে সময়ের চরিত্রের সঠিক চিত্র নেই। কেননা সাদা চোখে দেখা যায়, এক কালে যে সকল আদর্শ ও মূল্যবোধ আমাদের প্রাণপ্রিয় ছিলো এবং যে সকল নীতি ও বিধান শরীয়তের 'প্রাপ্য' ছিলো আধুনিক যুগ সে সবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আওয়াজ তুলেছে। সুতরাং মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, হৃদয়ের ও চরিত্রের এবং দরদের ও অশ্রুজলের এখন আর তেমন মূল্য নেই।

কিন্তু এ ধারণা ভুল। কেননা সবকিছুর পরও একথা সত্য যে, মহৎ ব্যক্তিত্বের প্রতি, উন্নত চরিত্রের প্রতি এবং কর্মের শুভ্রতার প্রতি সমাজ ও মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দুর্বল হওয়ার পরিবর্তে দিন দিন বেড়েই চলেছে। যে কোন সংস্কার ও বিপ্লবের পিছনে প্রাণপুরুষ রূপে আপনি এমন কোন না কোন ব্যক্তিকে অবশ্যই দেখতে পাবেন যিনি তার বিপুল সংখ্যক সাথী ও অনুগামীকে আপন ব্যক্তিত্ব দ্বারা প্রভাবিত করেছেন, তাদের চিন্তায়, চেতনায় এবং ভাব ও ভাবনায় পরিবর্তন এনেছেন এবং তাদের মাঝে এক নতুন চিন্তাধারা সৃষ্টি করেছেন। মোটকথা গুণসমৃদ্ধ কোন ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করেই নতুন আদর্শের এবং নতুন বিপ্লবের আবির্ভাব ঘটেছে।

***

যে কোন বিপ্লবের গোড়ায়, যেখান থেকে বিপ্লবের নতুন স্রোতধারা উৎসারিত হয় এবং দেশ ও সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ে সেখানে অবশ্যই আপনি একজন কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব দেখতে পাবেন, বিশ্বাসের শিকড় যার হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত এবং বিপ্লবের চেতনায় যার মন-মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন। বিশ্বাসের এই গভীরতা এবং চেতনার এই আচ্ছন্নতা তার ব্যক্তিত্বে চৌম্বুক শক্তি ও বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি করে। লক্ষ লক্ষ মানুষকে দূর থেকে আকৃষ্ট করে কাছে টেনে আনে। শুধু বক্তৃতা ও 'বাগ্মিতা, শুধু কলমের ধার ও ভার, শুধু চিন্তার চমক ও গবেষণার চটক এবং শুধু মনীষা ও জ্ঞানবৈদগ্ধ দ্বারা যুগ ও সমাজের বুকে নতুন বিপ্লব সৃষ্টি করা যায় না। বিপ্লব তো বড় কথা, সাদামাটা পরিবর্তনও আনা যায় না। সুতরাং নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের এ যুগে আরো বেশী প্রয়োজন উন্নত চরিত্রের, হৃদয় ও আত্মার সুতীব্র দহনের এবং এমন তাপ ও উত্তাপের যা

ভিতরে ভিতরে জন্ম দেয় প্রবল এক আগ্নেয়গিরির, যার লাভা উদ্গীরণ সমাজের বিদ্যমান সব জঞ্জাল মুহূর্তে ভস্মীভূত করে এবং লক্ষ কোটি মানুষের হৃদয় একই ভাবে উত্তপ্ত করে। আজ দরকার সেই রকম কিছু মানুষের, কিছু জীবন্ত হৃদয়ের এবং কিছু অশ্রুসিক্ত চোখের। আর সেজন্য সময় ও সামাজ তাকিয়ে আছে আপনাদেরই পানে ব্যাকুল দৃষ্টিতে। কারণ মখমলের গালিচার অভাব নেই, অভাব খেজুর পাতার ছিন্ন চাটাইয়ের।

শুরু থেকে আমি ইতিহাসের ছাত্র এবং ইতিহাস অধ্যয়নের পরিমাণ আমার অল্প নয়। আমি পূর্ণ দায়িত্বের সাথে বলতে পারি যে, অন্তত ইসলামের সুদীর্ঘ ইতিহাসের সীমানায় এমন কোন বিপ্লব বা সংস্কার আন্দোলনের অস্তিত্ব নেই, যা শুধু কথার যাদুতে এবং কলমের কারিশমায় সফল হয়েছে।

বর্তমান যুগের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি চিন্তা-দর্শনের দিকে অতি সংক্ষেপে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আল্লামা ইকবাল এই চিন্তা-দর্শন কাওম ও মিল্লাতের সামনে পেশ করেছিলেন। তিনি বলেছেন-

(এ যুগে) যামানার মুজাদ্দিদ তাকেই বলা যাবে যিনি ইসলামী শরীয়তের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে এবং জীবনের সঙ্গে তার সংযোগ সাধনে সক্ষম হবেন। সময় ও সমাজকে যিনি এ সত্যের উপর আশ্বস্ত করতে পারবেন যে, ইসলামের আইন ও শরীয়ত এবং নীতি ও বিধান মানব-মস্তিষ্কপ্রসূত সকল আইন ও বিধানের চেয়ে উন্নত এবং প্রাগ্রসর। এটা সময় থেকে এত অগ্রবর্তী যে, সময় কখনো তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না। দুনিয়া যতই উন্নতি করুক এবং সময় যতই আগে বাড়ুক ইসলামের শরীয়ত ও জীবনবিধান মানুষের সমাজ ও সভ্যতাকে এখনো পথ দেখাতে পারে এবং সকল যুগজিজ্ঞাসার সন্তোষজনক জবাব দিতে পারে। মানব জীবনে যত রকম সমস্যার উদ্ভব হতে পারে ইসলামী শরীয়তে রয়েছে তার পূর্ণ সমাধান। সবযুগেই তার মাঝে রয়েছে একটি সর্বোত্তম আদর্শ সমাজ গঠনের সর্বোত্তম যোগ্যতা।

এ চিন্তা-দর্শন আল্লামা ইকবাল জাতির সামনে তুলে ধরেছিলেন এবং তাঁর আজীবন স্বপ্ন ছিলো যে, এসত্য তিনি প্রমাণ করে দেখাবেন। এ প্রসঙ্গে তিনি পত্রযোগে আল্লামা সৈয়দ সোলায়মান নাদাবী (রহঃ) এর সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। ইসলামী জাহানের জ্ঞানজ্যোতিষ্ক, আল্লামা শিবলী নোমানীর সুযোগ্য উত্তরসূরী আল্লামা সৈয়দ সোলায়মান নাদাবী ছাড়া এ কাজের যোগ্য, আর কেই বা হতে পারতেন!

এ প্রশ্ন এখনো একইভাবে, বরং আরো জোরালোভাবে উম্মাহর সামনে বিদ্যমান এবং সন্তোষজনক জবাবের জন্য অপেক্ষমাণ। আজকের তালিবানে ইলম যারা, আগামীতে তাদের নামতে হবে ইসলামের আইন ও বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের ইলমী ও বুদ্ধিবৃত্তিক জিহাদে ।

সবচে' ভয়ঙ্কর চিন্তা-যুদ্ধ

একইভাবে বর্তমান যুগে ইসলামী বিশ্বে যে চূড়ান্ত ভাগ্যনির্ধারণী লড়াই শুরু হয়েছে তা হলো ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার লড়াই। এ পর্যন্ত বহু মুসলিম দেশ ও জনপদ পাশ্চাত্য সভ্যতার ঘূর্ণাবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়ে অধঃপাতের এমন অতলে গিয়ে পৌঁচেছে যা কল্পনা করলেও আমাদের মহান পূর্ববর্তীদের আরাম হারাম হয়ে যেতো। সেই একই ধ্বংসের পথে দ্রুত ধাবমান রয়েছে আরো বহু মুসলিম দেশ, কিন্তু আফসোস, আমাদের গাফলতের সুখনিদ্রার তাতে কোন ব্যাঘাত ঘটে না।

যাদের হাতে মুসলিম বিশ্বের শাসন ক্ষমতা, সেই অভিজাত শ্রেণী এবং বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মুসলমানদের মাঝে এখন এক ভয়াবহ চিন্তানৈতিক দ্বন্দ্ব বিরাজমান । শাসকবর্গ এবং অভিজাত শ্রেণী পাশ্চাত্য সভ্যতাকেই মনে করে উন্নতির চূড়ান্ত স্তর এবং সর্বোন্নত সমাজব্যবস্থা ও জীবন বিধান লাভের সফলতম মানবীয় প্রচেষ্টা, যার পর অন্ধ অনুকরণ ছাড়া আর কোন পথ নেই। তাদের বিশ্বাস এই যে, পাশ্চাত্য জীবন-দর্শন হলো ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আধুনিক বিকল্প। কেননা আধুনিক বিশ্বে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা তার সকল কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলেছে। সুতরাং এখন আর জীবন-মঞ্চে তার ফিরে আসার চিন্তা করাও উচিত নয়। এটাই হলো সেই জ্বলন্ত প্রশ্ন যার লেলিহান শিখা গোটা ইসলামী জাহানে আজ ছড়িয়ে পড়েছে, যার ধ্বংসযজ্ঞ থেকে সমাজের কোন শ্রেণী এবং আধুনিক শিক্ষায় 'শিক্ষিত' কোন মানুষ মুক্ত নয়।

সুতরাং আমি মনে করি, দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামার প্রধানতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এই সর্বগ্রাসী অগ্নি-ঝড়ের মোকাবেলায় ময়দানে নেমে আসা । এটাই হলো আমাদের কাছে মহান পূর্বসূরীদের অবিস্মরণীয় সাধনা ও মোজাহাদা এবং ত্যাগ ও কোরবানির দাবী। এবং এটাই হবে সময়ের সবচেয়ে বড় সংস্কারমূলক কাজ, বরং এটাই হতে পারে নদওয়ার অস্তিত্বের বৈধতা ও প্রয়োজনীয়তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। সুতরাং মুসলিম কিংবা অমুসলিম বিশ্বের যেখানে যত নাদারী ফোয়ালা রয়েছেন এবং নাদওয়ার চিন্তা ও আদর্শের ধারক বাহক রয়েছেন তাদের কর্তব্য হলো এ প্রশ্নের এমন সন্তোষজনক জবার পেশ করা, যা যুগের অশান্ত চিত্তকে শান্ত করতে পারে। তাদের কর্তব্য হলো পাশ্চাত্য সভ্যতা ও জীবন-দর্শনের সর্বনাশা স্রোতের মুখে বাধার এমন প্রাচীর গড়ে তোলা, যা ডিঙ্গিয়ে কোন ঢেউ উম্মাহকে আঘাত করতে না পারে। এ লড়াইয়ের জয়-পরাজয়ের মাধ্যমেই ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ভাগ্যের ফায়সালা হতে চলেছে। এবং কমবেশী প্রতিটি ইসলামী দেশ ও মুসলিম জনপদ এ সর্বনাশা ঝড়ঝঞ্ঝায় কবলিত হয়ে পড়েছে।

এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন

আমার প্রিয় তালিবানে ইলম!

যুগের এ চ্যালেঞ্জ আপনাদের আজ গ্রহণ করতে হবে এবং এ মানদণ্ডেই বর্তমান শিক্ষাজীবনে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে।

এখন আপনাদেরকে মেধা ও যোগ্যতা এবং প্রতিভা ও প্রজ্ঞার প্রমাণ দিতে হবে। সমাজের সামনে ইলমের এমন সমুচ্চ মান উপস্থাপন করতে হবে যা ভাষা ও সাহিত্যের বিচারে, তত্ত্ব ও তথ্যের বিচারে এবং ইসলাম ও অন্যান্য মতবাদের তুলনামূলক অধ্যয়নের বিচারে মোটকথা সর্ববিচারে যা হবে অনন্য ও অতুলনীয়, যা দেখে সভ্যতাগর্বী যুগ ও সমাজ অবনত মস্তকে বলতে বাধ্য হবে যে, আপনার সিদ্ধান্তের অকাট্যতা স্বীকার না করে উপায় নেই।

পিছনের সেই কথা আমি আবার বলবো এবং বারবার বলবো, নতুন যুগ আপনাদের কাছে বহু নতুন কিছু চায়। আমাদের মহান পূর্বসূরীদের কাছে যা চেয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী নাযুক ও সংবেদনশীল

বিষয় আপনাদের কাছে চায়। আর যুগের ন্যায্য চাহিদা যারা পুরা করে না তাদের টিকে থাকার কোন অধিকার থাকে না।

সময়ের সেই দাবী ও চাহিদা শুনুন আল্লামা ইকবালের কবিতায়-

نکہ بلند سخن دلنواز، جاں پر سوز
بھی ھے رخت سفر میر کارواں کے لئے

'সুউচ্চ দৃষ্টি, সুমিষ্ট ভাষা, আর হৃদয়ের দহন ও উত্তাপ।
হে কাফেলার রাহবার! এ-ই হলো তোমার পাথেয়।

এখন তো সুমিষ্ট ভাষাও আমাদের দখলে নেই , অথচ ইকবালের দাবী , সুমিষ্ট ভাষাই যথেষ্ট নয় , তার সঙ্গে চাই দৃষ্টির উচ্চতা , যা দুনিয়ার 'দৃশ্যকে' অতিক্রম করে দেখতে পায় আখেরাতের 'অদৃশ্য'কে। আর চাই হৃদয়ের দহন , যা আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্কের (এবং মানুষের হৃদয়-রাজ্যে অধিকার বিস্তারের) একমাত্র মাধ্যম। এছাড়া যা কিছু সবই মরীচিকা, শুধুই মরীচিকা।

যথেচ্ছা অধ্যয়ন মহাক্ষতিকর

যে মহান পূর্বপুরুষদের পরিচয়ে আপনাদের পরিচিতি, যাদের রেখে যাওয়া মীরাছ পেয়ে আজ আপনারা সম্পদশালী, আমি বলি না যে, তাঁরা আসমান থেকে সেতারা নামিয়ে আনার যোগ্যতা দেখিয়েছেন, কিন্তু সমকালের রুচি ও মান অনুযায়ী নিজেদের শান তারা বজায় রেখেছেন। যুগ ও সমাজের চোখে তারা একটা স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছেন এবং আগামী প্রজন্মের হাতে তা সোপর্দ করেছেন। ঐতিহ্যের এ ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য আপনাদের অনেক বেশী মেহনত মোজাহাদা করতে হবে, আরো বর্ধিত চেষ্টা-সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। ভাষা ও সাহিত্যের মান উন্নত করুন। বক্তৃতায় জাদুময়তা আনুন এবং লেখায় সম্মোহন সৃষ্টি করুন, বিপুল ও বিস্তৃত অধ্যয়নের মাধ্যমে জ্ঞান-গভীরতা অর্জন করুন। তবে সাবধান! নিজের কাঁচা বুদ্ধি ও অপরিপক্ক চিন্তার উপর ভর করে নয়; যা কিছু করার আসাতেযা ক্রোমের তত্ত্বাবধানের নিরাপদ ছায়ায় থেকে করুন। বিশেষ করে 'আল-ইছলাহ'-এর মুরুব্বী এবং যে উসতাদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক রয়েছে তার নির্দেশনা অনুযায়ী করুন। পঠন ও অধ্যয়ন এত সহজ ও মজাদার জিনিস নয় যে, যখন যা পেলাম তাই লুফে নিলাম, তাই চেখে দেখলাম। কোন নির্বাচন নেই, কোন পর্যায়ক্রম নেই, মাত্রা ও পরিমিতি নেই।

দরদী বন্ধুর সাবধানবাণী মনে রেখো! অধ্যয়ন হলো দোধারী তলোয়ার। সঠিক ব্যবহার না হলে তা সর্বনাশেরও কারণ হতে পারে। এটা ইলমী যিন্দেগীর এক পোলছেরাত, যা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পার হতে হবে এবং আগের যাত্রীদের কাছ থেকে আলো নিতে হবে, নইলে নীচে অতল গহ্বরে পড়ে যাওয়ার আশংকা থেকেই যাবে। তাই আসাতেযা কেরামের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা গ্রহণ করুন। সময় কম, কাজ বেশী এবং অনেক বেশী। পড়ার বিষয়ও দিন দিন বেড়েই চলেছে। ছাপাখানা থেকে বন্যার মত মুদ্রিত

‘পদার্থ’ বের হয়ে আসছে। কিন্তু ছাপা কাগজমাত্রই পড়ার যোগ্য নয় এবং যে কোন বই ও পত্রিকা আপনার টেবিলে আসার উপযুক্ত নয়।

আপনাদের এ মাদরাসা হলো ইলমের আমলের চিন্তার চেতনার, আদর্শের এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের 'হারাম' বা পবিত্র ভূমি। এই হারামে এমন কিছুই শুধু প্রবেশের অনুমতি পাবে যা আপনার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি এবং এই মহান শিক্ষাঙ্গনের প্রতিষ্ঠাতাদের ত্যাগ ও কোরবানির সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করে।

বাইরের কোন গলীর্য নাজাসাত যেমন এর ভিতরে আনা যায় না, তেমনি আপনার টেবিলে এমন কোন বই-পত্রও রাখা যায় না যা গলীয় নাজাসাতের চেয়ে বেশী ক্ষতি করে, দুর্গন্ধ ছড়ায় এবং পরিবেশের পবিত্রতা নষ্ট করে ।

আপনার পড়ার টেবিল কোন পাবলিক লাইব্রেরীর টেবিল নয়। এটা এক পবিত্র শিক্ষাঙ্গনের টেবিল, এক উচ্চ গবেষণাগারের টেবিল যেখানে আগামী দিনের মানুষ তৈরী হয়, যে মন-মস্তিষ্ক উম্মাহকে পথ দেখাবে তা শোধন করা হয়। এখানে পাঠাগারের আলমারীতে এবং পড়ার টেবিলে এমন কোন বই-পত্রের থাকার অধিকার নেই যার দুর্গন্ধ পরিবেশকে দূষিত করে, যা একবার পড়ার পর মানুষ দিনের পর দিন চিত্তবিক্ষেপের শিকার হয়ে পড়ে এবং যে চিন্তা-চেতনার বুনিয়াদের উপর এই প্রতিষ্ঠান অস্তিত্ব লাভ করেছে তার সাথে বিশ্বস্ততা ভঙ্গ হয়ে যায়।

তবে আমি আপনাদের উপর পূর্ণ আস্থা রেখে বলতে চাই যে, এক্ষেত্রে আমাদের পক্ষ হতে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়মকানুনের প্রহরা আরোপের প্রয়োজন নেই। আপনার বিবেকের প্রহরাই যথেষ্ট। কেননা এ বিশ্বাস তো আপনার থাকা উচিত যে, আমরা আপনার কল্যাণ চাই এবং আমাদের অভিজ্ঞতা আপনার চেয়ে বেশী।

[তথ্যসূত্রঃ জীবন পথের পাথেয় পৃষ্ঠা:- ৬৯-৮০]

قَالُواْ سُبْحَٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ...(البقرة - 32)